প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক
শাহাদত চৌধুরী
সম্পাদক
মঈনুল আহসান সাবের
সহযোগী সম্পাদক
মারুফ রায়হান
উপ-সম্পাদক
ইমতিয়ার শামীম
সহকারী সম্পাদক
মনজুর শামস
প্রধান প্রতিবেদক
খোন্দকার তাজউদ্দিন
প্রতিবেদক
শানজিদ অর্ণব
প্রদায়ক
জেড এম সাদ
সাইমা ইসলাম তন্দ্রা
নিয়মিত লেখক
রাহনুমা শর্মী
ইসমাইল মাহমুদ
জুলফিয়া ইসলাম
ফটোসাংবাদিক
সুদীপ্ত সালাম
ইভেন্ট সমন্বয়কারী
সাশা মানসুর চৌধুরী
প্রধান আলোকচিত্রী
তুহিন হোসেন
প্রতিনিধি
মামুন রহমান দক্ষিণাঞ্চল
অপূর্ব শর্মা সিলেট
এস এম আজাদ চট্টগ্রাম
মাহমুদ হোসেন পিন্টু বগুড়া
মাহফুজ সুমন হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার
ইয়াসমীন রীমা কুমিল্লা
সুশান্ত ঘোষ বরিশাল
শংকর লাল দাশ পটুয়াখালী
আবু জাফর সাবু রংপুর
সঞ্জয় সরকার নেত্রকোনা
ছোটন সাহা ভোলা
গ্রাফিক এডিটর
হাবিবুর রহমান
এজিএম মার্কেটিং
সামিউল ইসলাম

যোগাযোগ
ডেইলি স্টার সেন্টার
৬৪-৬৫ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ, ঢাকা-১২১৫
পিএবিএক্স : ৯১৩১৯৪২, ৯১৩১৯৫৭, ৯১৩২০২৫, ফ্যাক্স : ৯১৩১৮৮২
সার্কুলেশন/বিজ্ঞাপন : ৯১৩২১১৬
ই-মেইল :
info.shaptahik2000@gmail.com

দাম : ১০ টাকা

মাহফুজ আনাম
কর্তৃক মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিমিটেড-এর পক্ষে ৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত ও ট্রান্সক্রাফট লিঃ, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা-১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

সম্পাদকীয়

১৪ ভাদ্র ১৪২১ ■ ২৯ আগস্ট ২০১৪
বর্ষ ১৭ সংখ্যা ১৪

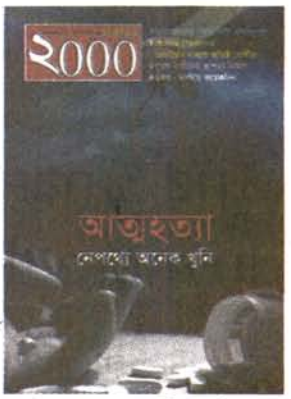

প্রচ্ছদ : খন্দকার শফিকুল ইসলাম

আকস্মিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ সঙ্কট কাটাতে চাই সমন্বিত উদ্যোগ

বর্ষাকাল পেরিয়ে শরতের শুরুতে এসে দেশের বিভিন্ন জায়গায় বন্যা শুরু হয়েছে। এই আকস্মিক বন্যা দেশের জনগণের বিরাট এক অংশের জন্য নিয়ে এসেছে বিপর্যয় আর উদ্বেগ। তবে এর প্রাথমিক ধাক্কা বিভিন্ন আক্রান্ত জনপদ ও সেখানকার অধিবাসীদের ওপর দিয়ে গেলেও কিছুদিন পর এর প্রভাব দেখা দেবে সারাদেশে।

এই সম্পাদকীয় যখন লেখা হচ্ছে তখন উত্তরাঞ্চলের সাতটি জেলার এক লাখ হেক্টরেরও বেশি ফসলি জমি তলিয়ে গেছে বন্যার জলে। আমন ধানসহ বিভিন্ন ফসল নষ্ট হচ্ছে। টানা বর্ষণ আর পাহাড়ি ঢল নামা অব্যাহত রয়েছে। এ কারণে বাড়ছে পদ্মা, তিস্তা, সুরমা ও ব্রহ্মপুত্র নদের পানি। আবার যমুনা নদীর পানি কমতে থাকলেও জামালপুর, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ ও টাঙ্গাইল জেলার বন্যা পরিস্থিতির হেরফের ঘটেনি। বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র জানাচ্ছে, দেশের বিভিন্ন স্থানের ১৭টি নদীপয়েন্টে বিপদসীমার ওপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। এসব সংবাদ মানুষকে উদ্বিগ্ন করে তুলছে। কেননা বন্যার জন্য বর্ষাকালে মানুষের সব মিলিয়ে এক ধরনের প্রস্তুতি থাকলেও শরতকালের এ আকস্মিক বন্যার জন্য কারো প্রস্তুতি ছিল না।

সরকার অবশ্য সীমিত আকারে ত্রাণ বিতরণ করতে শুরু করেছে। কিন্তু প্রত্যন্ত অঞ্চল এখনো এর আওতায় আসেনি। সেখানে কী ঘটছে তাও জানা যাচ্ছে না। বন্যায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন প্রত্যন্ত অঞ্চলের কৃষকরা। বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধগুলো কোথাও কোথাও ভেঙে পড়েছে– ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থায়ও বিচ্ছিন্নতা দেখা দিচ্ছে। আকস্মিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আমাদের সীমাবদ্ধতা এ সঙ্কটকে বাড়িয়ে তুলছে।

বন্যা পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করার আগেই সরকার ও জনস্বার্থে নিয়োজিত নাগরিক সংগঠনগুলোর সক্রিয় হওয়া প্রয়োজন। ইতিমধ্যেই ফসল নষ্ট হওয়ায়, ঘরবাড়ি তলিয়ে যাওয়ায় মানুষের বিরাট ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে– ভবিষ্যতে যদি বন্যা পরিস্থিতির অবনতি না-ও ঘটে, বন্যাপরবর্তী খাদ্যসঙ্কট, স্বাস্থ্যসেবার সঙ্কট ও চাষ বিপর্যয় বিভিন্ন জনপদের অধিবাসীদের ওপর নানা নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য উদ্যোগী হতে হবে সবাইকে। আমরা চাই সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে সঙ্কট তীব্র হওয়ার আগেই তা ঠেকানোর প্রস্তুতি নেয়া হোক।